সংবাদ

তারিখ 16 JUL 2016
পৃষ্ঠা 6 কলাম 6

শরণখোলায় শিক্ষার্থীর কাছে হিসাব কর্তার ঘুষ দাবি

প্রতিনিধি, শরণখোলা (বাগেরহাট)

বাগেরহাটের শরণখোলায় এক শিক্ষার্থীর মেধা বৃত্তির ফরমে স্বাক্ষর দেয়ার নামে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ঘুষ দাবির অভিযোগ উঠেছে। উপজেলার সদর রায়েন্দা বাজারের ব্যবসায়ী জাকির হোসেনের লিখিত অভিযোগে জানাযায়, তার ছোট ভাই তরিকুল ইসলাম স্থানীয় রায়েন্দা পাইলট হাই স্কুল হতে গত ২০১৫ সালে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে এস, এস, সি পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হন। এবং সরকার ঘোষিত মেধা ভিত্তির তালিকায় যশোর শিক্ষা বোর্ডে তরিকুলের নাম ১০৬৫ নং সিরিয়ালে গ্রেজেড ভুক্ত হয়। সম্প্রতি যশোর শিক্ষা বোর্ড মেধা বৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের বৃত্তির টাকা সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় থেকে দেয়ার জন্য ৩৭.০২.০০০.১১৭.৩১.০০৬. ১২-২৪৮(১১) নং স্মারকে ডঃ মোল্লা আমির হোসেন স্বাক্ষরীত এক প্রজ্ঞাপন গত ১৫ জুন জারী করে যশোর শিক্ষা বোর্ড। সে অনুযায়ী জাকির গত ৪ দিন ধরে ভাইয়ের বৃত্তির ফরমে স্বাক্ষর ও সীলের জন্য তিনটি দপ্তরে যায়। এর মধ্যে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও রায়েন্দা পাইলট স্কুলের প্রধান শিক্ষক অনাহাসেই ওই ফর্মে স্বাক্ষর করলেও উপজেলা হিসাবরক্ষন কর্মকর্তা তালুকদার ফরহাদ হোসেনের নিকট গেলে দেখা দেয় বিপত্তি। তিনি স্বাক্ষর না করে ঘুষ দাবী করেন। অন্যথায় ডিজির ফরওয়াডিং না হলে স্বাক্ষর করতে পারবেন না তিনি।

পরবর্তীতে ওই ব্যবসায়ী নিরাশ হয়ে বিষয়টি নিয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার স্মরণাপন্ন হলে তিনি অসহায়ত্ত প্রকাশ করে বলেন, তার নিজের বিলে স্বাক্ষর করাতে গেলেও হিসাব বিভাগে ঘুষ দিতে হয়। অন্যথায় ফাইল নড়ে না। এ বিষয়ে রায়েন্দা এলাকার অবসরপ্রাপ্ত এক সরকারী কর্মকর্তা বলেন, হিসাবরক্ষণ অফিসের স্টাপ বেদারুল আলম ও আনসার আলীসহ অন্যরা প্রকাশ্যে ঘুষের টাকা আদায় করেন ঘুষের টাকা না দিলে কোন ফাইল পত্রে কর্মকর্তার স্বাক্ষর হয় না। গেল ৩০ জুন বিভিন্ন দপ্তরের বিলে স্বাক্ষরের নামে ওই দুর্নীতি গ্রস্থ কর্মকর্তা কর্মচারীরা লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। তাদের হাতে উপজেলার সকল বিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারীরা এক প্রকার জিম্মি। এক কথায় ওই অফিসটি ঘুষের কারখানা।

এদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা না গেলে শরণখোলাবাসীদের গ্রাস করে ফেলবে। তবে স্বাক্ষরের নামে ঘুষ দাবীর বিষয়টি কাল্পনিক দাবি করে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা তালুকদার ফরহাদ হোসেন জানান, তার নিকট বোর্ডের চিঠি না থাকায় ওই শিক্ষার্থীর ফরমে তিনি স্বাক্ষর দেননি।